# মৌন ও মুখর

# মৌন ও মুখর

শ্রীমমতা মিত্র

দাম এক টাকা

প্রকাশক
বিচিত্রা নিকেতন
২৭।১, ফড়িয়াপুকুর ষ্ট্রীট, কলিকাতা

প্রথম সংস্করণ
পৌষ, ১৩৪১

শ্রীশৈলেন্দ্রচন্দ্র বসু ( ২নং গোপাল বসু লেন, কলিকাতা ) কর্ত্তৃক
টকৃলাই প্রেস হইতে মুদ্রিত।

শান্তি-নিকেতন

ওঁ

কল্যাণীয়াসু

তোমার বইখানি পড়ে দেখ্‌লুম। কবিতার ভিন্ন ভিন্ন অবস্থা আছে। তার মধ্যে যে আলোক জ্বলে উঠ্‌লে সে জ্যোতিষ্কলোকে স্থান পায় সর্ব্বদা তার সন্ধান মেলে না। অদূরদেশ ও অচিরকালের কীর্ত্তিতে যদি তুমি সন্তুষ্ট হতে পারো তবে সেই সন্তোষের কারণ তোমার আছে। ভবিষ্যৎ আছে। আশীর্ব্বাদ করি তোমার সাধনা সফল হবে। ইতি
২৯ অগ্রহায়ণ ১৩৪১

শুভাকাঙ্ক্ষী
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

# নিবেদন

এই পুস্তকের অধিকাংশ কবিতা বিচিত্রা, জয়শ্রী, উদয়ন, বঙ্গলক্ষ্মী, দেশ প্রভৃতি সাময়িক পত্রে প্রকাশিত হ'য়েছিল, কয়েকটি নতুন।

পূজনীয় কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের আশীর্ব্বাদ লাভের সৌভাগ্যে আমি গৌরবান্বিতা। তাঁ'র বাণী অন্যত্র মুদ্রিত হ'লো।

প্রতিভাবান চিত্র-কলা-কুশলী শ্রীযুক্ত ব্রতীন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রচ্ছদ-পটের সুদৃশ্য ছবিখানি এঁকে দিয়েছেন।

অধিকাংশ গানে সুর সংযোগ ক'রেছেন সুপ্রসিদ্ধ সুর-শিল্পী শ্রীযুক্ত হিমাংশুকুমার দত্ত। সেগুলি বিশিষ্ট গীত-শিল্পীরা গ্রামোফোনে রেকর্ড ক'রেছেন।

আমার পূজনীয় পিতা সাহিত্যিক শ্রীযুক্ত কালীচরণ মিত্র ও পিতৃবন্ধু শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত শৈলেন্দ্রচন্দ্র বসু প্রুফ সংশোধন ব্যাপারে আমাকে যথেষ্ট সাহায্য ক'রেছেন। সুবিখ্যাত ঔপন্যাসিক শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের সহায়তা নানা ভাবে পেয়েছি বই প্রকাশ সম্পর্কে। এঁদের সকলেরই কাছে আমি ঋণী।

৬১ পৃষ্ঠায় তৃতীয় ছত্রে "সরমে আঁখি পাত" এর জায়গায় সহৃদয় পাঠক পাঠিকাগণকে "লাজে নয়ন পাত" প'ড়্‌তে অনুরোধ করি।

প্রভূত যত্ন নেওয়া সত্ত্বেও বইখানির দু'চার জায়গায় বিরাম ও ' ইলেক চিহ্ন ব্যবহৃত হয় নি, এজন্য পাঠকবৃন্দের কাছে মার্জ্জনা চাই। ইতি

কলিকাতা
শুক্লা-দ্বাদশী
১লা পৌষ, ১৩৪১

শ্রীমমতা মিত্র

# উৎসর্গ



পরমারাধ্য

পিতা ও মাতার

যুক্ত চরণকমলে—



# সূচী

## মৌন ও মুখর

তোমারে দেখেছি যবে পুলকে পরাণ মম
হ'য়েছে চঞ্চল,
শারদ নিশির শুভ্র জ্যোছনা-ধারার সম
আজি সে উছল।
তুমি ত' জানো না আজো তোমারি আঁখির আলো
কোন্ উষা-কালে
সহসা পরশি' মোরে হরিয়া সকল কালো
আমারে রাঙালে।

দূর হ'তে শুনি যবে মৃদুল পায়ের ভাষা
দেখি আঁখি মেলে,
চকিতে চমকে বুকে তরুণ মধুর আশা,—
বুঝি তুমি এলে।
শিহরি' সারাটি দেহ অসহ হরষ ভরে
করে টলমল,
চাহে না আমার আঁখি তোমার নয়ন 'পরে
সরম-বিহ্বল।

মুখর সকল দেহ, হিয়ার মাঝারে মন
আছে মৌন হ'য়ে,
যে কথা বলিতে চাই তা'ই হয় সুগোপন,
মনে যায় র'য়ে।
হৃদয় দেহের সাথে দ্বন্দ্ব অহর্নিশ চলে,
শান্তি সে কোথায়?
গহন অন্তরে মোর প্রেমের মাণিক জ্বলে,
চিনে নিও তা'য়।

# শ্রেষ্ঠ উপহার

নিভৃত অন্তর মাঝে ব'হে চলে যে স্নেহের ধারা
ঠেলিয়া উজানে,
কভু সে প্রকাশ পায়, কখনো বা আপনাতে হারা
বাঁধন না জানে।
মৌন মূক সেই স্নেহ ছিল ভরি' তব চিত্ত-তল,
অনির্ব্বাণ আলো তা'র, দীপ্তি তা'র চির-অচপল
হিয়ার অমৃত তব আজি হ'য়ে আশীষ- উতল
এলো মোর প্রাণে।

সে সুধা পেয়েছি আমি, অমৃতের জেনেছি আস্বাদ
আজিকার ভোরে,
ঊষার উদয় সাথে লভিয়াছি পরম প্রসাদ
আপনার ক'রে।
সহস্রের মাঝ হ'তে কাছে মোরে নিয়েছিলে টানি,'
মায়া দিয়ে, প্রাণ দিয়ে বুঝেছিলে অন্তরের বাণী।
সেই স্মৃতি মনে ক'রে পাঠায়েছ আশীর্ব্বাদখানি
প্রীতি-রসে ভ'রে

পুরাণো বরষ, ওগো, ধীর পায়ে সকরুণ হেসে
যায় দূরে চলি',
নবীন অতিথি কা'র দীপ্ত আশা বিশ্ব-দ্বার-দেশে
উঠিছে উছলি'।
যে মধু লেগেছে মনে রাত্রি-শেষ আলোক-সম্পাতে
আজি তা'ই আনিয়াছি বৎসরের প্রথম প্রভাতে
শ্রেষ্ঠ উপহার মম দিতে তব ওই দু'টি হাতে
ভরিয়া অঞ্জলি।

# আকাঙ্ক্ষা

প্রভাত হ'লে রম্য পুষ্প-বনে
নানা বরণ তুল্‌ব আমি ফুল,
তোমার লাগি' গাঁথ্‌ব সযতনে
একটি মালা সুগন্ধ-আকুল।
যত্নে গাঁথা আমার ফুল-হার
দেব তোমার কণ্ঠে উপহার।

আমার গলায় কত যে সুর ফোটে
ভোরের বেলা করুণ ভৈরবীতে,
বেহাগ রাগ উচ্ছ্বসিয়া ওঠে
রাত্রি হ'লে ছন্দ-মধুর গীতে।
সেই সে আমার সুরের কল্প-লোকে
থেক' তুমি স্বপন-মাখা চোখে।

বিভল-করা ফাগুন পূর্ণিমাতে
কী আবেশে বিশ্ব হয় ভোর,
তখন শুধু তুমিই থেক' সাথে,
ব'ল্‌ব তোমায় গোপন আশা মোর।
নয়ন মোদের রইবে নিদ্রাহারা,
তন্দ্রাহীন জাগ্‌বে শশী তারা।

ঊষা যখন আস্‌বে মৃদু পায়ে
পূব-মহলে দুয়ারখানি ঠেলে,
ঘুম ভাঙাবে পরশ করে গায়ে,—
দেখো আমায় প্রথম আঁখি মেলে।
ভোরের পাওয়া সেই চাহনিটিরে
মনের মাঝে রাখ্‌ব মায়ায় ঘিরে।

প্রিয়ার কানে প্রেম জানাবার ছলে
পঞ্চমেতে কুহরি' গায় পিক,
চঞ্চলতা জাগায় চিত্ত-তলে,
মৌন ভাঙি' মুখর দশ-দিক
কুহু-ধ্বনি তোমার হৃদয়খানি
দেয় যেন মোর হিয়ার কাছে আনি'।

আকাশ যখন কাজল-কালো মেঘে
লুকিয়ে মুখ কাঁদে অঝোর ধারে,
আর্দ্র বাতাস ধায় সে প্রবল বেগে,
চমক হানে চিকুর বারে বারে।
ভীষণ রবে বজ্র যবে হাসে
তখন ওগো থেক' আমার পাশে।

ফুলের সুবাস, চাঁদের মধু আলো,
ভোরের হাওয়া, পাখীর কল-গীতি
সবই যে গো লাগে আমার ভালো,
সুধায় ভরে চিত্ত আমার নিতি
এদের সাথে মুগ্ধ আমার মন
তোমার পায়ে ক'রব নিবেদন।

আমার এই প্রাণের পদ্মফুলে
ঘুমিয়ে আছে পেলব ভালবাসা,
দিলেম সঁপি' তোমার চরণ-মূলে
গন্ধ-গানে আকুল যত আশা।
স্পর্শে তোমার হৃদয় আমার, প্রিয়,
বিথারি' দল ফুট্বে রমণীয়।

---

# অহল্যা

যুগ যুগ ধ'রে ধরণীর 'পরে
ঘুমায়ে রয়েছ তুমি,
উপরে তোমার আকাশ উদার,
পাশে জাগে বনভূমি
কত দিন এসে ধীরে চ'লে যায়,
তুমি অচেতন সুখ-তন্দ্রায়,
বাতাস তোমার পাষাণ ও-গায়
পরশ করে গো চুমি'।
শান্ত হিয়ায় চির-নিদ্রায়
মগ্ন রয়েছ তুমি।

ছয় ঋতু তা'র দেয় উপহার
তোমার সমুখে আনি',
পাথরের বুকে কোনো দুখে-সুখে
ফোটে না, ফোটে না বাণী
শ্যামল স্নিগ্ধ বরষার ধারা
ঝরে অবিরল তব দেহে সারা,
হে পাষাণ, তুমি তনু-মন-হারা,
সাড়া নাহি দাও, জানি।
ঝর ঝর জলে নিবিড় বাদলে
নিশ্চল শিলাখানি।

অন্য-মনায় তোরে দলি' পায়
যায় কত পথচারী,
নাহি জানে তা'রা শিলা প্রাণহারা
এক দিন ছিল নারী
তা'দেরি মতন কত সাধ আশা
একদা এ-বুকে বেঁধেছিল বাসা ;
দিয়েছে পেয়েছে স্নেহ ভালবাসা,
ফেলেছে অশ্রুবারি।
দেহে মনে তা'র রাগিণী বীণার
উঠেছিল ঝঙ্কারি'।

প্রাণের কমল কা'র শাপে বল্
মুদিল রে দলগুলি,
কে ছিঁড়িল ফুল গন্ধ-আকুল
বৃন্ত হইতে তুলি' ?
অন্তর-বীণা আর নাহি বাজে
সুমধুর সুরে প্রভাতে ও সাঁঝে,
হ'য়েছ পাষাণ নিমেষের মাঝে
চুমিয়া ধরার ধূলি,
বক্ষে তোমার আর বারবার
পরাণ ওঠে না দুলি'।

কা'র পদ-রেখা হ'লে বুকে লেখা
হ'বে শাপ অবসান ?
অচল পাথরে দেবতার বরে
কে করিবে প্রাণ দান ?
নিষ্ঠুর শাপ হ'বে বিমোচন,
ঝলিয়া উঠিবে নবীন জীবন,
কল্যাণময়ী নারী অতুলন
আর বার পাবে প্রাণ
কত যুগ ধ'রে মৃত্যু-সায়রে
অহরহ ক'রে স্নান ?

# মুখর দেহ

মনের কথা বেঁধেছে নীড় তোমার নয়ন-কোণে
　　পাতার আড়ে লুকিয়ে সঙ্গোপনে।
নিভৃতে আজ আমার কাছে প'ড়্‌ল সে যে ধরা,
দেখেছি সেই মধুর বাণী অমৃত-রস ভরা।
চোখের সাথে প্রাণের কথার চ'ল্‌ছে বিনিময়,
　　নীরব মুখ, চোখ শুধু বাঙ্‌ময়।

চিত্তে আমার বাজায় বীণা তোমার পরশখানি,
　　ঝঙ্কারিয়া ওঠে প্রাণের বাণী।
গভীর যে প্রেম মনের মাঝে উঠ্‌ছে গ'ড়ে ধীরে
আঙুল তব জানায় তাহা আমার আঙুল ঘিরে।
মুখের কথার নাই প্রয়োজন, মৌন সে আজ রয়,
　　তনু তোমার সকল কথা কয়।

# পসারী

সব বেচা-কেনা শেষ ক'রে দিয়ে
এখন চ'লেছি ঘরে,
হেন কালে মোরে কে তুমি, জননি,
ডাকিলে মধুর স্বরে ?
হাতে যা' র'য়েছে মিঠাই এ-গুলি
সামান্য গুটি-কয়,
তোর ঘরে, মাগো, দিয়ে যেতে পারি
এমন কিছুই নয়।
দূর গাঁয়ে মোর ঘরেতে র'য়েছে
পাঁচটি নাতিনী নাতি,
আমি গেলে সবে "কি এনেছ" বলি'
ছুটে আসে হাত পাতি'।
তাহাদের লাগি' যাহা হোক্ কিছু
হাটবারে হয় নিতে,
চাহে নাক' মন হাসি-মুখগুলি
মলিন করিয়া দিতে।

জাগি আমি যবে আকাশেতে, মাগো,
পড়ে না আলোর রেখা,
সুপ্ত জগৎ, গগনের কোলে
শশী তারা যায় দেখা।
বনের বুকের আঁচলখানিতে
তখনো আঁধার ছায়া,
আম-কাঁঠালের গাছের নয়নে
জড়ানো ঘুমের মায়া।
গরীব আমি যে, নিদ্রার ঘোর
নাহি ঘেরে মোর আঁখি,
প্রভাতে আমারে জাগাবার তরে
গাহে নাক' গান পাখী।
চেয়ে একবার পরাণ সমান
স্বপন-মাখানো গাঁয়ে
বোঝাটি মাথায় হাট-পথ-পানে
চ'লে আসি পায়ে পায়ে।

আঁকা-বাঁকা পথ জঙ্গল কত
পার হ'য়ে যবে আসি
ধরণী তখন উজ্জ্বল হয়
লভিয়া রবির হাসি।

দশ বারো কোশ পথ বাহি' তবে
পহুঁছাই এসে হাটে,
সেখানে আমার বেচা-কেনা ক'রে
সারাটি দিবস কাটে।
কপাল মন্দ থাকে গো যেদিন
হ'য়ে যায় লোকসান,
দেবতা যখন হ'ন প্রসন্ন
ফিরি ঘরে লাভবান।
খর রোদ সহি, সহি জলধারা
বরষায় মাঠে বাটে,
দুখ ক্লেশ নাহি, এমনি করিয়া
সহজে দিবস কাটে।

ক্ষেতে কাজ করি বাকি দিনগুলি,
হাটবারে হাটে আসি,
এই ভাবে মোর কেটে যায় দিন,
এই আমি ভালবাসি।
কাহারো দয়ার নহি প্রত্যাশী,
তোষামোদ নাহি করি,
সহজ সরল পথ বেয়ে মোর
চ'লেছে জীবন-তরী।

ক্ষেতের কাজেতে সহায় আমার
রূপসী প্রেয়সী মম,
সকল কর্ম্মে রহে সে পার্শ্বে
পরম বন্ধু সম।
হাড়-ভাঙ্গা শ্রম করিয়া গোঙানু
দীর্ঘ জীবন আমি,
শেষ হ'য়ে এল এ-পারের পালা,
সন্ধ্যা এসেছে নামি'।

শীতে, বরষায়, রৌদ্রের দিনে
কাজ ল'য়ে আমি থাকি,
তাহারি মাঝেতে মোর কুটীরের
সোনার ছবিটি আঁকি।
এই যে এখন চলিয়াছি পথে,
কল্পনা চলে সাথে,
নাতিদের তরে গৃহিনী হয় ত'
কাঁথার শয্যা পাতে।
আঁধার গাঁয়েতে কুটীরে আমার
এক কোণে দীপ জ্বলে,
বধূ গান গায় ছোট ছেলেটিরে
ঘুম পাড়াবার ছলে।

বড় বড় তরু দু'ধারে দাঁড়ায়ে
র'য়েছে তুলিয়া মাথা,
আমি গেলে তা'রা চিনিয়া আমারে
সাদরে নাড়িবে পাতা।

অনেক কথাই হ'য়ে গেল বলা,
জননি, বিদায় তবে,
আঁধার এখন ছেয়েছে অবনী,
বহু পথ যেতে হবে।
আগের মতন নাহি বল দেহে,
যৌবন গেছে চ'লে,
অতি দ্রুত আর পারি না চলিতে
বেশী পথ যেতে হ'লে।
চির-পরিচিত চির-আদরের
গাছে-ঘেরা গ্রামখানি
চোখে পড়িলেই কী সে মন্তরে
পরাণ লয় যে টানি'!
দিনের ক্লান্তি ঘুচিবে সকলি
যাইলে আপন ঘরে,
জুড়াইবে তনু স্নিগ্ধ নিদ্রা
নামিয়া নয়ন 'পরে।

---

# স্বপ্ন

## গান

ঘুমের মাঝে পরশ পাই
হৃদয়-পাতে,
স্বপন হ'য়ে দেয় সে দেখা
নীরব রাতে।
দিনের বেলা আমার মনে
ঘুমিয়ে থাকে গোপন কোণে,
আড়াল হ'তে মিলন-মালা
লুকিয়ে গাঁথে।

স্বপনে আসে আমার কাছে
আঁধার হ'লে,
নিদ-মহলে অলখ হাতে
আগল খোলে।
বুঝি নে তা'র কেমন মায়া,
নিশায় ফেলে আপন ছায়া,
মিলিয়ে যায় মোহন ছবি
আলোর সাথে।

# যাত্রাপথে

তোমার হাতের দেওয়া, ওগো, দুঃখ-ভার গুরু
সমাদরে মাথায় তুলে ল'ব,
আজ হ'তে মোর নূতন যে গো যাত্রা হ'লো সুরু
সাথে ল'য়ে চরম দান তব।

বন-পথে চ'ল্‌তে আমি ক'র্‌ব নাক' ভয়,
জ্ব'ল্‌বে প্রাণে দীপ্ত প্রেমের শিখা;
সেই আলোতে পথটি আমার হ'য়ে আলোকময়
ললাটে মোর আঁকবে জয়ের টীকা।

বিত্ত যে গো আমার, প্রিয়, তোমার মধুর স্মৃতি,
সেই শুধু মোর পরম সম্বল ;
তোমার হাসি, তোমার কথা জাগায় মনে প্রীতি,
আবার যে, হায়, চক্ষে আনে জল।

•

খুঁজ্‌ব আমি সারা জীবন তব চরণ-রেখা
পথে, মাঠে, সাগর-নদী-তীরে,
হঠাৎ যদি কোথাও, ওগো, মেলে তোমার দেখা
সেই আশাতে চাইব ফিরে ফিরে

কঠিন পথ যেদিন আমার আস্‌বে শেষ হ'য়ে,
মৃত্যু-ছায়া ঘনাবে সম্মুখে;
ওগো নিঠুর দেবতা মোর, তোমার স্মৃতি ল'য়ে
সেদিন আমি মুদ্‌ব আঁখি সুখে।

# অন্তরতম

যা'র তরে মন কাঁদে অনুখণ
সেই যে গো নাই পাশে,
স্মৃতির মাঝারে র'য়েছে সে বেঁচে,
নিশীথ-স্বপনে আসে।
এমনি করিয়া কাটে দিন দুখে,
বুকের মাণিক নাহি পাই বুকে,
ব্যাকুলতা যে গো বেড়ে ওঠে মোর
তাহারে পাবার আশে।

চোখের আড়াল হ'য়ে গেছে সে যে,
পাই নাক' খুঁজে আর,
তীব্র বেদনা বক্ষ-বীণায়
তোলে শুধু ঝঙ্কার।
বাহিরে কেবলি খুঁজিয়া বেড়াই,
যত চাই তা'রে তত'ই হারাই,
ব্যর্থতা যে গো নিবিড় করিয়া
বাজে বুকে বার বার।

বাহিরে সে আজ দূরে গেছে চ'লে,
হ'য়ে গেছে পর সম,
আঁখি আর তা'রে না পায় দেখিতে,
মনে সে এসেছে মম।
অজানিত রসে সুগভীর ক'রে
হৃদয় আমার দিয়েছে সে ভ'রে,
অন্তর আজ পরশ ক'রেছে
মোর অন্তরতম।

# সন্দেহ

গভীর রাতে শুন্‌ছি জেগে নিবিড় অন্ধকারে
বাজ্‌ছে গান বীণার তারে তারে।
দূরে ফেলে এলেম যা'রে, ভুলেছি যা'র স্মৃতি,
সে কি আমায় শোনায় এমন গীতি?
সবাই যখন ঘুমায় সুখে সুষুপ্তির কোলে
বেদন আমার বক্ষ ভরি' তোলে।
বাতাস বেয়ে আস্‌ছে ঘরে চেনা নিশাসখানি,
শোনায় কানে ভালবাসার বাণী।
সুরঙ্গমা, দেখ্‌ত' চেয়ে, বাতায়নের তলে
কাহার সুর আকুল অশ্রুজলে।
এই রাগিণী জাগায় মনে মিলন-রাতিগুলি
বিস্মরণের সাগর হ'তে তুলি'।
তুচ্ছ রূপ প্রধান হ'য়ে ভ'র্‌ল আমার মন,
হারিয়ে গেল তাইত' পরম ধন।

বাহির মোরে ক'র্‌ল পাগল, চাইনি ভিতর পানে,
ঘুরেছি, হায়, রূপের প্রবল টানে।
চোখের ক্ষুধা মিট্‌ল আজি, হৃদয় ক্ষুধাতুর,—
পাইনা সুধা, রিক্ত চিত্তপুর।

নিশীথে রোজ শুন্‌ছি আমি যেন বীণার ধ্বনি,
ঘুমের ঘোরে স্বপন মনে গণি।
আজ্‌কে কেন উতল হ'লো আমার সারা প্রাণ
বীণার এই শুনে করুণ তান ?
আমার রাজা প্রাসাদ ত্যজি' এলো কি মোর আশে
খোলা আমার বাতায়নের পাশে ?
গভীর সেই অসীম প্রেম বীণার তারে তারে
সজল সুরে ফুট্‌ছে বারে বারে।
জাগো, জাগো, সুরঙ্গমা, দেখ বারেক তরে
কে জাগে ঐ একলা পথ 'পরে !

# গ্রীষ্মের রূপ

দিন ভর দর্ দর্
ঘাম ছায় গাত্রে,
তৃষ্ণায় প্রাণ যায়,
জল নেই পাত্রে ।

কষ্টের একশেষ
হয় সব দগ্ধ,
তাপ-ময় মাঝ্-দিন
নিঃসাড়, স্তব্ধ ।

আই ঢাই প্রাণ মন
ভরপূর্ ক্লান্তি,
চায় কায় চায় মোর
বিল্‌কুল্ শান্তি

ঝির্‌ঝির্‌ ঝির্‌ঝির্‌
বয় সুখ-দাত্রী,
সার্থক হয় মোর
গ্রীষ্মের রাত্রি

বন-ময় ওই দ্যাখ্‌
বেল জুঁই ফুট্‌ল,
চার্‌ধার্‌ সব খান্‌
বাস তা'র ছুট্‌ল।

গাছ 'পর গায় পিক
গায় গান হর্ষে,
সুর তা'র মঞ্জুল
ঝঙ্কার বর্ষে।

ঘুম-ঘোর ছায় চোখ
বিশ্রাম মাগ্‌ছে,
নির্ম্মল চাঁদ আজ
দূর দূর জাগ্‌ছে

# মিলন-ক্ষণে

## গান

তুমিত' মগন ছিলে
　　আপন ধ্যানের মাঝে,
কা'র আগমনী আজ
　　সহসা হৃদয়ে বাজে ?
একে একে মেলে দল
তব প্রাণ-শতদল,
কা'রে স্মরি' মুখ তব
　　রাঙা হ'লো মধু লাজে ?

পুণ্য তিথি যে আজ
　　মিলনের কথা আনে,
স্বপন জড়ানো আঁখি
　　তোলো ধীরে ওর পানে ;
কত যুগ যুগ ধ'রে
কামনা ক'রেছ ওরে,
সেই এলো দ্বারে তব
　　অতুল মোহন সাজে ।

# বর্ষা

কাজল-বাস আকাশ-গায় ত্বল্‌ছে,
বৃষ্টি ওই মেঘ-ঝালর খুল্‌ছে।
আর্দ্র কায় বাতাস বয় হর্ষে,
সবুজ ঘাস আষাঢ়-জল স্পর্শে।
বজ্র ত্যাখ্‌ ক'র্‌ছে মেঘ দীর্ণ,
মাঠের 'পর ভাঙ্‌ল গাছ জীর্ণ।
আঁধার ঘোর ছাইল সব বিশ্ব,
নয়ন চায় অতুল এই দৃশ্য।
অনুক্ষণ ঝ'র্‌ছে জল ঝ'র্‌ছে,
মনের কা'র বেদন-ভার ব'ল্‌ছে,
নূপুর পায় বাজিয়ে যায় বৃষ্টি,
ঢাক্‌ল মুখ সকল আজ সৃষ্টি।
চাষার মন ভ'র্‌ল বল ভর্‌সা,
ভুবন-ময় নাম্‌ল শোন্‌ বর্‌ষা।

## দূর সিন্ধু পার হ'তে—

(জার্ম্মাণ লেখক হারমান স্যুডারম্যানের "রেজিনা" উপন্যাসের
নায়িকার কাহিনী অবলম্বনে)

দূর সিন্ধু পার হ'তে ভেসে এসে সকরুণ সুর
করে মোরে বেদনা-বিধুর।
হে শোভনে, বলো সেথা ছিল তব কী সে ইতিহাস ?
আজো বুঝি সমীরণ ব'হে আনে কত দীর্ঘশ্বাস।
নির্য্যাতন অপমান সাথে তব শোণিতের রেখা
কুটীরের মাঝে, নারী, আছে যেন চিরতরে লেখা,
আজো যায় দেখা।
জাগায়েছ সাড়া মনে তা'ই তোরে চিনি
অয়ি বিদেশিনি ?

গভীর নিশীথে যাও মুগ্ধ প্রাণে কোথা একাকিনী
ভয়হীনা হে অভিসারিণি ?
সুপ্ত প্রিয়-শয্যা পাশে আসো হেরি নিঃশব্দ চরণে,
থমকি' চমকি' ওঠো আপনার বক্ষের স্পন্দনে।
সিক্ত করো প্রিয়-তনু ঢালি' উষ্ণ অশ্রু অবিরল,
নির্ম্মম আঘাত তব বিনিময়ে হ'লো যে সম্বল
স্থির অচঞ্চল।
শিহরি' লুটায়ে পড়ো ধরণীর তলে,
বেদনা-বিহ্বলে !

প্রতীক্ষা করিছ হেরি নির্ণিমেষে বসি' সেতু 'পরে
দীর্ঘ কত রাত্রি দিন ধ'রে।
বিশুষ্ক মলিন মুখ, আঁখি দু'টি ম্লান ছলছল
কী ধন খুঁজিয়া, হায়, সর্ব্বহারা, বিবশ, বিভল ?
রুক্ষ কেশ ঘিরে আছে, হে তাপসি, ব্যথিত আনন,
উপবাস-শীর্ণ দেহে একি তব কঠিন সাধন,
রাত্রি জাগরণ ?
কা'র লাগি' কাটাইছ বিনিদ্র যামিনী
অয়ি বিরহিণি ?

তপস্বিনী অপর্ণার তপে তুষ্ট হ'লো বুঝি হর,
পেলে শেষে মনোমত বর।
কথা-হারা মুখ তব, চোখে তব ঘনাল বিস্ময়,
আধ' লাজে আধ' ভয়ে দুরু দুরু কাঁপিল হৃদয়।
বাঞ্ছিতের স্নেহ-স্পর্শে অভিমান হ'লো যে তরল,
সোহাগ আদর লভি' মন তব অশান্ত চঞ্চল
হ'লো সুশীতল।
সুমধুর হাসি তব ফুল্ল ওষ্ঠ-পুটে
উঠিল যে ফুটে।

প্রখর প্রদীপ্ত রবি ক্লান্ত হেসে দিগন্তের কোলে
ধীরে ধীরে প'ড়ে এলো ঢ'লে।
দেখিল না অশ্রু তব, শুনিল না ব্যাকুল মিনতি,
ছাড়াইয়া বাহু-পাশ গেল সে যে দ্রুত পদে অতি
যৌবনের প্রিয়া সাথে দূর কুঞ্জে মিলনের আশে,
জানিল না নিভৃত কুটীরে কেহ ধূলুণ্ঠিত বাসে
আঁখি-জলে ভাসে।
অশ্রু রূপে ফুটে উঠে মর্ম্ম-ব্যথা তা'র
ঝরে অনিবার।

ফিরে এসে প্রিয় তব কী দেখিল অপরূপ ছবি,
কোলে তোরে ল'য়েছে জাহ্নবী।
উদ্বেগ-কাতর তব সারা মন আশঙ্কা-চঞ্চল
লভিল কি উপেক্ষিতা, আকাঙ্ক্ষিত শান্তি অবিচল ?
যে স্নেহ চাহিয়াছিলে, পাও নাই একদিন তরে,
সেই স্নেহ, সেই প্রেম আকুল আবেগে পড়ে ঝ'রে
তব তনু 'পরে।
অতৃপ্ত প্রাণের তব অপূর্ণ সে ক্ষুধা
শেষে পেলো সুধা।

জীবনের খেলা তব চিরতরে হ'য়ে গেছে শেষ,
আজ শুধু ভাসে তা'র রেশ।
অরণ্য এখনো তব পদ-চিহ্ন আছে বক্ষে ধরি',
সুনীল জলধি আজো থেকে থেকে উঠিছে শিহরি';
তোমার অন্তর-ব্যথা আছে মিশে স্তব্ধ নীলাকাশে,
মৌন মূক মৃদু বাণী বসন্তের উতলা বাতাসে
যেন ভেসে আসে।
জগতের কাছে আজো আছে মহীয়ান
তব আত্মদান।

---

# বাদল প্রভাত

রজনী ধ'রে প'ড়্‌ছে ঝ'রে বিরামহীন ধারা
উতল নিজ গানে;
মেঘের বুকে লুকায়ে সুখে প্রভাত আলো-হারা
আঁধার শুধু হানে।
যামিনী শেষে জাগিয়া দেখি
চোখ জুড়ানো দৃশ্য একি,
ক্ষেতে যে ভরা জল!
কচি সবুজ ধানের তৃণ ক'র্‌ছে টলমল।

কর্ম্মহীন এমন দিন জাগায় সুখ মনে
অলসতায় ভরা,
সারা সকাল স্বপন-জাল গাঁথি গৃহের কোণে,
কাজেতে নাই ত্বরা।
আমের গাছে অচেনা পাখী
কি কথা কয় আড়ালে থাকি',
তবুও প্রাণ ভরে,
পুলক লাগে শুধু কেবল খুসী হ'বার তরে

শ্যামল বন অনুক্ষণ ডাকে আমায় কাছে,
দেয় সে হাতছানি,
তাহার মনে গোপন কোণে লুকায়ে কি যে আছে
বুঝিনে তা'র বাণী।
সবুজ রূপে উঠ্‌ল ভ'রে
কখন সে যে নবীন ক'রে—
দেখি নি চোখ মেলে,
শ্যামল বাসে অঙ্গ ঢেকে প্রকৃতি আজ এলে।

আজ যে হেরি গগন ঘেরি' কাজল-কালো কা'র
আঁচলখানি লোটে,
নূপুর বাজে ভুবন মাঝে শুন্‌ছি অনিবার,—
পরাণ মেতে ওঠে।
বাদল প্রাতে সজল ছায়া
চিত্তে আনে নিবিড় মায়া,
মুগ্ধ চেয়ে থাকি
বাহির পানে মেলিয়ে দিয়ে আবেশ-মাখা আঁখি

# শরৎ

## গান

বাদল শেষে শরত বুঝি
এসেছে আজ প্রাতে,
পূরব-লোকে তুয়ার খোলে
রবি আপন হাতে।
রাতের ঘন আঁধার টুটি'
সোনার আলো উঠ্‌ছে ফুটি',
নবীন বেশে নিখিল ধরা
বিপুল সুখে মাতে।

শয়ন পাতে শিউলি গুলি
সবুজ তৃণ কোলে,
বনের ওই আঁচলখানি
শিশির ভরে দোলে।
যে জন আছে সুদূর পুরে
তাহার লাগি' পরাণ ঝুরে,
উদাস মম নয়ন তু'টি
মগন বেদনাতে।

## শুধাতে এলে দু'আঁখি মেলে

শুধাতে এলে দু'আঁখি মেলে
আমার দু'টি নয়ন 'পরে
মধুর সেই বাণী,
যে-কথা বাজে হিয়ার মাঝে
বাইরে তা'রে কেমন ক'রে
আলোর কাছে আনি ?
এখন হেথা উজল মেলা,
দীপ্ত রবি ক'র্‌ছে খেলা,
সরম লাগে দিনের বেলা
খুল্‌তে হিয়াখানি,
ঘুমিয়ে আছে বুকের কাছে
প্রাণের যত বাণী।

জাগিয়ো নাক' ভিতরে রাখো
হৃদয়-পুরে যে-কথা মম
আছে এখন সুপ্ত,
চিত্ত-তলে যে-মণি জ্বলে
আঁধার ঘরে আলোক সম
রাখো গো তা'য় গুপ্ত।

তপস্বিনী অপর্ণার তপে তুষ্ট হ'লো বুঝি হর,
পেলে শেষে মনোমত বর।
কথা-হারা মুখ তব, চোখে তব ঘনাল বিস্ময়,
আধ' লাজে আধ' ভয়ে দুরু দুরু কাঁপিল হৃদয়।
বাঞ্ছিতের স্নেহ-স্পর্শে অভিমান হ'লো যে তরল,
সোহাগ আদর লভি' মন তব অশান্ত চঞ্চল
হ'লো সুশীতল।
সুমধুর হাসি তব ফুল্ল ওষ্ঠ-পুটে
উঠিল যে ফুটে।

প্রখর প্রদীপ্ত রবি ক্লান্ত হেসে দিগন্তের কোলে
ধীরে ধীরে প'ড়ে এলো ঢ'লে।
দেখিল না অশ্রু তব, শুনিল না ব্যাকুল মিনতি,
ছাড়াইয়া বাহু-পাশ গেল সে যে দ্রুত পদে অতি
যৌবনের প্রিয়া সাথে দূর কুঞ্জে মিলনের আশে,
জানিল না নিভৃত কুটীরে কেহ ধূলুণ্ঠিত বাসে
আঁখি-জলে ভাসে।
অশ্রু রূপে ফুটে উঠে মর্ম্ম-ব্যথা তা'র
ঝরে অনিবার।

ফিরে এসে প্রিয় তব কী দেখিল অপরূপ ছবি,
কোলে তোরে ল'য়েছে জাহ্নবী।
উদ্বেগ-কাতর তব সারা মন আশঙ্কা-চঞ্চল
লভিল কি উপেক্ষিতা, আকাঙ্ক্ষিত শান্তি অবিচল ?
যে স্নেহ চাহিয়াছিলে, পাও নাই একদিন তরে,
সেই স্নেহ, সেই প্রেম আকুল আবেগে পড়ে ঝ'রে
তব তনু 'পরে।
অতৃপ্ত প্রাণের তব অপূর্ণ সে ক্ষুধা
শেষে পেলো সুধা।

জীবনের খেলা তব চিরতরে হ'য়ে গেছে শেষ,
আজ শুধু ভাসে তা'র রেশ।
অরণ্য এখনো তব পদ-চিহ্ন আছে বক্ষে ধরি',
সুনীল জলধি আজো থেকে থেকে উঠিছে শিহরি';
তোমার অন্তর-ব্যথা আছে মিশে স্তব্ধ নীলাকাশে,
মৌন মূক মৃদু বাণী বসন্তের উতলা বাতাসে
যেন ভেসে আসে।
জগতের কাছে আজো আছে মহীয়ান
তব আত্মদান।

দিন কত শত হ'য়ে গেল গত
কালের স্রোতের মাঝে,
ছিল না যে কেহ সেই দিল স্নেহ
সাথী হ'লো সব কাজে।
কত বেশ আর কত আভরণে
নিতি নব রূপে সাজালে যতনে,
দেখেছ কভু বা মিলন-লগনে
কখনো গৃহের কাজে।
ফুলের মতন ক'রেছি বয়ন
দিনগুলি সুখে লাজে।

অনল সমুখে তব সুখে দুখে
সঙ্গিনী ক'রেছিলে,
সেই দিন হ'তে সংসার-পথে
চ'লেছি দু'জনে মিলে।
আজি কি তোমার চলা হ'লো শেষ,
সুদূরের পানে চাও অনিমেষ,
কোন্ অজানার পেলে উদ্দেশ,
কা'রে তুমি পরশিলে ?
ভাঙা-বুকে আমি সারা দিন-যামী
মরি যে গো তিলে তিলে।

ফলে ফুলে ভরা শোভাময়ী ধরা
নয়ন সমুখে জাগে,
মঞ্জুল বেশে ঊষা ভোরে এসে
রবির প্রসাদ মাগে।
শ্রাবণ-আকাশ মেঘে ছলছল,
চৈতালি রাতে বাতাস বিভল,
শারদ-শশীর হাসি নিরমল
অনুপম চোখে লাগে,
মিথ্যা এ সব করি অনুভব,
তুমি যে সবার আগে।

ব্যাধির পরশে ধীরে আসে খ'সে
জীবন-মৃণাল ওর,
জড়াব কেমনে প্রাণ-বীণা সনে
ছিঁড়ে আসা দেহ-ডোর ?
দিনে দিনে প্রিয়-তনু হয় ক্ষীণ,
সোনার বরণ হেরি প্রভা-হীন,
নয়নের জ্যোতি পাংশু, মলিন,
ছায়াময়, ঘোর ঘোর।
চ'লে যাবে, হায়, ত্যজিয়া আমায়
নিঠুর দেবতা মোর।

বীণার আমার ছেঁড়ে বুঝি তার
ঝঙ্কার আসে থামি',
আকুল বরষা এসেছে সহসা
নয়নে আমার নামি'।
আঁখির আলোক নিভে নিভে আসে,
ম্লান ছায়া শুধু হেরি চারি পাশে,
পরাণে বিপুল অবসাদ ভাসে,
নিরাশ হ'য়েছি আমি।
তবুও তাহারে নারি বাঁচাবারে
পূজি' যা'রে দিন-যামী।

চরণ শ্রান্ত, দেহ যে ক্লান্ত,
চিত্ত সকল ভোলে,
বুকের মাঝারে কেন বারে বারে
হিয়ার পুতলি দোলে!
ঘুম ওই নামে নয়নে আমার,
দূর হ'তে কে যে ডাকে অনিবার,
যাই, যাই, দেরী হ'বে নাক' আর,
এখনি যাব গো চ'লে,
শুধু আগে তা'র প্রিয়রে আমার
শেষ কথা যাই ব'লে।

ত্যজিয়া তোমায় ধরা-অমরায়
কোথাও নাহি যে সুখ,
যেখানেই থাকি র'বে মোর আঁখি
আগ্রহে উৎসুক।
ধরণীর খেলা সারা হ'লো তব,
সুরু হ'বে তা'ই অভিযান নব,
চির-সঙ্গিনী সাথী আমি হ'ব,
আর নাহি কোন দুখ,
অচেনা আবাসে র'ব তব পাশে
চেয়ে সদা উন্মুখ।

## দুঃখের সার্থকতা

অসীম দুঃখে দিনে দিনে মোর উঠিয়াছে বুক ভ'রে,
আঁখি-জলে রাতে ভিজেছে শিথান সকলের অগোচরে।
কাজল মেঘের খেলা দেখিয়াছি শ্রাবণ-আকাশ ঘিরে,
দেখি নাই শুধু কেমনে প্রকৃতি ফাল্গুনে হাসে ফিরে।
নিবিড় বাঁদল জ'মেছে বক্ষে, জ'মেছে নয়ন-কোণে,
পুলকের হাসি হেসেছি যে কবে এখন পড়ে না মনে।
সুখের স্মৃতির মাঝে করি বাস রঙিন অতীত দিনে,
স্মরণের পটে তুলিকা বুলায়ে লই সব ছবি চিনে।

কত স্মৃতি সাথে বিদায়ের ক্ষণ হৃদয়ে র'য়েছে মিশি',
ঘন কালো কেশ এলায়ে গগনে কাঁদিছে শ্রাবণ নিশি।
তামসী আঁধারে ঢাকা চারিদিক, ঝরঝর বারি ঝরে,
সেই রাতে আমি বিদায় লইয়া বাহিরিনু পথ 'পরে।
পিছনে ফেলিয়া উজল অতীত সম্মুখে এনু চ'লে,
জানি নি তখন আমার লাগিয়া কি ছিল কালের কোলে।
নিকষ কৃষ্ণ মেঘ ভেদ করি' বিজলী উঠেছে জ্ব'লে,
ভিজিয়াছে দেহ, ভিজেছে বসন রাতের অশ্রু জলে।

দুখের রজনী পোহায়েছে বুঝি, অরুণ রশ্মি-রেখা
উদয়-অচল রাঙা ক'রে দিয়ে ওই যে গো দিল দেখা।
আবার তোমারে পেলেম ফিরিয়া নিভৃত হৃদয় মাঝে,
উল্লাসে মোর বুকের বীণায় কত না রাগিণী বাজে।
কল্পনা শুধু ক'রেছি তোমারে, দেখেছি কেবল রাতে,
স্বপনেতে মোর এসেছ, বন্ধু, অলখ চরণ-পাতে।
যে তোমারে পেয়ে হারায়ে ছিলেম বাদল অন্ধকারে
সেই তুমি ফিরে আঘাত ক'রেছ পুরাণো জীবন-তারে।

অনেক দুঃখ দিয়েছ, দিয়েছি, শূন্য হ'য়েছে বুক,
সুখের আশায় ঘুরেছি অনেক, তিলেক পাই নি সুখ।
অশ্রুতে ভেজা নিদ-হারা রাত সাক্ষী র'য়েছে মম,
বিষাদ-সলিলে স্নান ক'রে আজি পাইলাম নিরুপম।
কাছে থেকে প্রেম নাহি যায় বোঝা, বুঝেছি আসিয়া দূরে,
বিরহ-বেদনা সহিয়া এবার চিনিলাম বন্ধুরে।
দুঃখ আমার সার্থক হ'লো, বিচ্ছেদ মধুময়,
শুষ্ক পরাণে আজিকে আবার দখিনা বাতাস বয়।

# শারদ-শ্রী

## গান

শিশির-ভেজা চরণ ফেলে
কনক-রঙা আঁচলখানি
লুটিয়ে ভূঁয়ে কে আজ এলে ?

অরুণ-আলো সোহাগ ভরে
তরুণ তৃণ পরশ করে,
সলিল ভারে অলস নদী
বইছে ধীরে উজান ঠেলে

বিদায় নিল বাদল আজি,
ধরার দ্বারে শরৎ এলো
ভরিয়া তা'র ঋতুর সাজি।

শেফালি আর কাশের রাশে
অমল মিঠা সমীর ভাসে,
সুনীল বেশে গগন চাহে
বৃষ্টি ধোয়া নয়ন মেলে।

# ব্যাকুলতা

আর যে তুমি চপল-পায়ে
আসো না মোর ঘরে,
আমার প্রাণ যে কেমন করে।
সকাল কাটে, সন্ধ্যা আসে,
তোমায় ত' মা পাই না পাশে,
বক্ষে তোমায় ফিরে পেলে
বক্ষ আমার ভরে;
আমার প্রাণ যে কেমন করে।

স্তব্ধ রে আজ আমার কাছে
মিঠে মুখের বোল,
ওরে শূন্য আমার কোল।
চম্‌কে দিয়ে হঠাৎ এসে
জড়ায় না আর ভালবেসে,
নীরব হ'য়ে গিয়েছে, হায়,
হাসির কলরোল,
ওরে শূন্য আমার কোল।

জড়িয়ে ছিলি আমায় যে রে
ভালবাসার ডোরে,
আমি ছাড়াই কেমন ক'রে ?
ছিলি রে মোর দিনে রাতে
আমার দুঃখ সুখের সাথে,
শূন্য আমার হৃদয়খানি
ছিলি রে তুই ভ'রে,—
আমি ছাড়াই কেমন ক'রে ?

কোন্ সুদূরে রইলি, মাগো,
আয় রে কাছে আয়,
আমার পরাণ কাঁদে, হায়।
আজ্‌কে এই পাটল সাঁঝে
আয় রে আমার বুকের মাঝে,
ব্যগ্র ব্যাকুল চিত্ত আমার
তোরেই শুধু চায়,
আমার পরাণ কাঁদে হায়।

# দেবদাসী

পুষ্প-ভূষণে সাজায়ে অঙ্গ আছ তুমি একা জাগি'
এ ঘোর নিশীথে কাহার আঁখির করুণা-প্রসাদ মাগি'?
পাষাণ দেবতা কোনো দিন কি গো চাহিবে নয়ন তুলে
চৈত্র রাতের উতলা বাতাসে ক্ষণিক আবেশে ভুলে?
যৌবন তব হইবে সফল যাহার সোহাগ পেয়ে
তা'রি তরে বুঝি অনিমেষ চোখে সারা রাত আছ চেয়ে?
সকলি মনের ভুল,
পাথরের বুকে কোনো কালে, হায়, ফোটে না প্রেমের ফুল।

অতীতের কোন্ উজল প্রভাতে নবীন ফাগুন তোরে
পরশ করিয়া রূপে রসে তব দিয়েছিল তনু ভ'রে।
জাগিয়া প্রথম অবাক নয়নে চেয়েছিলে ধরা পানে,
রঙিন কত না আশা অভিলাষ উঠেছিল ফুটে প্রাণে
দেবতার সাথে মিলনের কথা দিবা রাতি অনুখণ
তব বর-দেহে বাজায়ে তুলিল পুলকের শিহরণ।
কোন্ সে অতীত সাঁঝে
মায়াময় তব আঁখিতারা দুটি মুদেছিল সুখ-লাজে।

প্রতি রাত তব বৃথাই কাটিছে ল'য়ে পূজা-সম্ভার,
ধীরে নিশি আসে সুগভীর হ'য়ে, নাই দেখা দেবতার
কত না যামিনী কাটাও জাগিয়া দেউলের দ্বারে ব'সে,
ফুল-সাজ তব রজনীর শেষে শুকায়ে পড়ে যে খ'সে।
আঁখির কাজল হয় গো মলিন, শীর্ণ মুখের হাসি,
ফুটিবার আগে কমল-কলিকা ঝরিয়া হও যে বাসি।
ব্যর্থ অশ্রুজল
বাঁধন হারায়ে সিক্ত করে গো পাষাণ সোপান-তল।

ও যে প্রাণ হারা, ও যে গো পাষাণ কামনা-বাসনা হীন,
অধীর আবেগে তোর পানে, হায়, চাহিবে না কোনো দিন
কা'র পায়ে তুমি সঁপিয়াছ, নারি, যৌবন ভরা দেহ?
ওর মনে নাই কামনার লেশ, ওর বুকে নাই স্নেহ।
ভালবাসা তব পারে না সঁপিতে কঠিন পাথরে প্রাণ,
যা কিছু তোমার দিয়েছ, দিতেছ, নাহি পাও প্রতিদান।
তবুও কিসের আশে
দিবা রাতি কেন রহিয়াছ জাগি' নিঠুর প্রিয়ের পাশে?

## যেদিন তুমি র'বে না আর কাছে—

যেদিন তুমি র'বে না আর কাছে,
পরের ঘরে হ'বে পরের সম,
চোখের আড়াল হ'লেও জেনো মনে
জীবনে মোর তুমিই প্রিয়তম।
তোমার কথা নিত্য স্মরণ করি'
কাট্‌বে দিবস, কাট্‌বে বিভাবরী,
আমার মনের মণি-কোঠার মাঝে
র'বে তোমার মূর্ত্তি অনুপম।

আজ্‌কে, সখি, এলেম তব কাছে,
এক্‌টি কথা শুধাই শুধু তোরে ;
শপথ আমার, মিথ্যা বলিস নে,
সত্যি ক'রে বল্‌ গো, রাণি, মোরে,—
পরের ঘরে ব্যস্ত নানা কাজে
আমায় কি তোর প'ড়্‌বে মনোমাঝে ?
স্মরণ ক'রে আমায় ক্ষণে ক্ষণে
অশ্রু কি তোর আস্‌বে আঁখি ভ'রে ?

আমায় যদি ভাব গো, সই, কভু,
ঠিক্ তা' আমি জান্‌ব ব'সে দূরে,
সান্ত্বনার স্নিগ্ধ রস-ধারে
হৃদয়খানি উঠ্‌বে মম পূরে।
চিত্তে মোর সেই স্মৃতি র'য়ে র'য়ে
উজান ঠেলে চ'ল্‌বে ব'য়ে ব'য়ে,
লক্ষ্যহারার সন্ধ্যা সকাল বেলা
উঠ্‌বে ভ'রে স্মৃতি-মধুর সুরে।

# মালা

শিয়রে তব এলেম রেখে গন্ধ-মধু ঢালা
একটি যূথী-মালা।
মদির সেই মাল্যখানি নিয়ো হে তুলে নিয়ো,
সুবাস টুকু হৃদয় ভ'রে পান করিয়ো, প্রিয়।
একটু শুধু সোহাগ-সুধা আমায় মনে ক'রে
রেখো তাহার 'পরে।

সারা দিনের যত্নে গাঁথা আমার মালাখানি
দিনু তোমায় আনি'।
পত্র দলে র'য়েছে মোর আকুল ভালবাসা,
জড়িয়ে আছে ঘিরিয়া এরে কত মুকুল আশা
আবেগ ভরা মনটি মম গাঁথিয়া এর সাথে
দিলেম এনে রাতে।

একলা ঘরে নিশীথ কালে বুঝি কিসের টানে
চাইবে মালা পানে।
হয়ত' মনে জাগবে তব কাহার হাতে গাঁথা,
প'ড়বে খুলে প্রাণের কা'র সরম-ভীরু পাতা
গভীর সুখ আনবে মোহ নীরব সেই ক্ষণে
তোমার সারা মনে।

# যাচনা

## গান

নয়ন-আড়ালে
যে বারি লুকানো আছে,
তা'রি দু'টি ফোঁটা
চাহি আমি তব কাছে।
ভরি' সারা মন
র'বে অনুখণ
এমন কিছু গো
আজি মোর হিয়া যাচে।

তব পাশে থাকা
ফুরাবে আমার যবে
বেদনার দান
সম্বল হ'য়ে র'বে।
ধন নিরুপম
সেই হ'বে মম
দু'টি ফোঁটা জল
ফেলে যদি যাও পাছে।

# দু'টি কথা

দু'টি কথা সে যে বলি' বলি' করে,
আজিও হয় নি শোনা,
সে কথা তাহার অন্তর মাঝে
করে সদা আনাগোনা।
সেই কথা ল'য়ে নাড়াচাড়া চলে,
চোখে মুখে তা'র কী সুধা উছলে,
জানিনে বুঝিনে হ'তেছে সে মনে
কী মায়ার জাল বোনা।

উতলা উদাস দখিন বাতাস
ভেসে ফিরে চারি ধারে,
পশিয়া ঘরেতে গোধূলি বেলায়
হাসিয়া শুধানু তা'রে,—
"বাহিরের কাজে পড়িয়াছে ছুটি,
বলো শুনি আজ তব কথা দু'টি,
যে বাণী সদাই ধ্বনিছে তোমার
হৃদয়-বীণার তারে।"

দেখিতে দেখিতে সারাটি আননে
লালিমা উঠিল ভাসি',
সরম গভীর তনুখানি তা'র
ঘিরিল সহসা আসি'।
মাথাটি রাখিয়া আমারি এ-বুকে
কহিল সে ধীরে লাজারুণ মুখে
চির-জীবনের দু'টি কথা সেই—
"তোমারেই ভালবাসি।"

## অসময়

কুসুম-বন-পানে
চেয়ে তুমি হঠাৎ কেন
দাঁড়ালে এই খানে ?
বল্ গো মনে কি বা আছে,
চাও কি কিছু আমার কাছে ?
নইলে কেন থাম্‌লে হেথা
কিসের মৃদু টানে !
কুসুম-বনে চেয়ে তুমি
দাঁড়ালে এই খানে।

চেয়ে মুখের 'পরে
ব'ল্‌লে তুমি এলে হেথায়
একটি তোড়ার তরে।
গোলাপ-বন শুষ্ক আজি,
ফোটে না আর পুষ্প রাজি ;
রুদ্র রবির পরশে সব
জীর্ণ পাতা ঝরে,—
বৃথাই তুমি এসেছ আজ
একটি তোড়ার তরে।

পউষে শীত কালে
রক্ত-গোলাপ ফুটেছিল
গাছের ডালে ডালে।
ভ'রেছিল সকল বন
গন্ধে তা'র অনুক্ষণ,
কানন ছিল আলো ক'রে
শাদায় পীতে লালে।
রক্ত-গোলাপ ফুটেছিল
পউষে শীত কালে।

করুণ নয়ন মেলে
সময় সব ফুরিয়ে দিয়ে
এখন তুমি এলে।
রৌদ্র-উজল শীতের প্রাতে
তোড়া বেঁধে দিতেম হাতে
আস্‌তে যদি দু'দিন আগে
সকল কাজ ফেলে,
সময় সব ফুরিয়ে দিয়ে
এখন তুমি এলে।

# প্রলয়-লীলা

( বিহার ভূমিকম্প উপলক্ষ্যে )

প্রকৃতির একি তাণ্ডব লীলা হেরি চারিধারে আজি,
মরণের হাতে প্রলয়-বিষাণ মহা তেজে ওঠে বাজি'।
রাজার প্রাসাদ ভেঙে পড়ে, ভাঙে গরীবের কুঁড়ে ঘর,
সংহার এল পৃথিবীর বুকে, টলমল চরাচর।
ছুটাছুটি করে বাঁচিবার তরে শত শত নর নারী,
কত শব, হায়, রাজপথ 'পরে প'ড়ে আছে সারি সারি।
কোলের ছেলেরে বাঁচাইতে গিয়ে জননী দিয়েছে প্রাণ,
স্বামীরে খুঁজিতে পেল কোন সতী শুধু শব দেহখান।
সোনার সহর শ্মশান হ'য়েছে, কোলাহল গেছে থেমে,
মহা নিদ্রার আবেশ সহসা ভুবনে এসেছে নেমে।

হাজার হাজার গৃহ গেছে প'ড়ে, হ'য়ে গেছে ভূমিসাৎ,
তাহারি তলায় কত না মানুষ মুদেছে নয়ন-পাত।
মরিয়াছে পতি, ম'রেছে পুত্র, স্বামী-সন্তান-হারা
স্পন্দবিহীন, অবিরল শুধু ঝরিছে আঁখির ধারা।
নিদারুণ ছবি চোখে আনে জল, হৃদয় ব্যথায় ভরে,
ভৈরব এ কে করাল রূপেতে নিষ্ঠুর খেলা করে ?
মরণ-যজ্ঞে জীবন আহুতি দেয় সবে দলে দলে,
বিভীষিকাময় একি এ দৃশ্য হেরি আজ ধরাতলে !
ধরণী হ'য়েছে ক্ষুধায় কাতর, মহা বলি লয় তাই,
মানুষের সে যে জননী সে কথা আজি আর মনে নাই !

মৃত্তিকা ফুঁড়ে উঠিছে উপরে কর্দ্দমময় জল,
গন্ধক ধাতু বিকট গন্ধে করে সবে বিহ্বল।
নিমেষের মাঝে প্রলয়ঙ্কর ভাগ্য-বিপর্য্যয়,
বিপন্ন গণে কে করিবে ত্রাণ, কেবা দিবে বরাভয় ?
লেলিহান জিভ মেলিয়া অনল দূর হ'তে কাছে আসে,
সঙ্কটকালে অভাগা সকলে কোথা যাবে কা'র পাশে ?
কল কারখানা চূর্ণ হ'য়েছে শত শত লোক ল'য়ে,
বাঁচিয়াছে যা'রা র'য়েছে তাহারা ভয়ে দিশাহারা হ'য়ে।
প্রচণ্ড কাল ধ'রেছে আজিকে মূর্ত্তি ভয়ঙ্কর,
সমগ্র দেশ বিনাশ করিছে মেলি' মুখ-গহ্বর।

বেঁচে আছে যা'রা দেখিলে তা'দের চোখে জল রাখা দায়,
আকাশের তলে খোলা মাঠ 'পরে তাহাদের দিন যায়।
সব বাড়ী ঘর হ'য়েছে ধ্বংস, চিহ্ন নাহিক' আর,
সান্ত্বনা বাণী শোনায় এমন লোক মেলা অতি ভার।
আশ্রয়-হারা, অন্ন-বিহীন, অন্তর জ্বলে শোকে,
দুরন্ত শীত দুঃখ বাড়ায়, ভয়ে ঘুম নাই চোখে।
থেকো না ঘুমায়ে এ সময় কেহ, জাগো, জাগো দেশবাসী,
দুর্গত জনে করো সহায়তা, দাঁড়াও পার্শ্বে আসি'।
ধ্বংস-স্তূপের মাঝখানে যা'রা দুঃখে হ'তেছে সারা,
সমবেদনায় তাহাদের, ওগো, মুছাও অশ্রুধারা।

# কল্পনা

মন্দ ভাল নানা লোকের সাথে
নানান্ কাজে কাটে আমার দিন,
চিত্ত যখন মগ্ন বেদনাতে
ওষ্ঠে ফোটাই হাস্য-রেখা ক্ষীণ।
গভীর রাতে একলা আঁধার ঘরে
ভাবনা তোমার হৃদয় আমার ভরে।

নিবিড় কালো নয়ন-তারা দু'টি
রয় গো চেয়ে যেন আমার পানে,
মনের ভাব ভাষায় উঠে ফুটি'
অঝোর ধারে ঝরে যুগল কানে।
তখন আমার শান্ত নীরব হিয়া
আবেগ ভরে ওঠে উচ্ছ্বসিয়া।

আঁধার মাঝে তোমার দু'টি হাত
জড়ায় ধীরে আমার তনুখানি,
মুদিয়া যায় সরমে আঁখি-পাত,
কইতে গিয়ে পাই নে খুঁজে বাণী।
অতল গভীর একটি নীরবতা
ডুবিয়ে দেয় সকল প্রাণের কথা।

স্বচ্ছ শরত জ্যোৎস্নাময়ী নিশি
ভুবনময় দেয় যে জ্বেলে আলো,
ভ'রে আমার প্রাণের দশদিশি
তোমার চোখের কিরণখানি ঢালো।
চাঁদের আলোয় নাইক' আমার কাজ,
তোমার আলো পড়ুক্ চিত্ত-মাঝ।

স্বপ্ন ভরা মধুর রাতি মোর,
দূরের মানুষ কাছে আমার আসে,
চোখে তখন লাগে নেশার ঘোর,—
বুকের মাণিক আমায় ভালবাসে।
এম্‌নি ক'রে রাতের পর রাতে
মন যে মম স্বপন-জাল গাঁথে।

# পলাতক

নিবিড় ঘন বাদল দিনে
কোথায় তুমি গেলে
তোমার মায়ের কোল ফেলে ?
স্তব্ধ এই নীরব ঘরে
নামল ঘুম নয়ন 'পরে,
আকাশ হ'তে কাহার তুমি
ডাক শুনতে পেলে ?
গেলে মায়ের কোল ফেলে।

সাথী কেহ নাইক' তোমার
একলা পথ 'পরে,
তুমি যাবে কেমন ক'রে ?
মেঘে ঢাকা বাদল দিনে
কেমনে পথ যাবে চিনে ?
একটু আলো কোথাও আজ
নাই তোমার তরে,—
তুমি যাবে কেমন ক'রে ?

জীবন সুরু হয় নি আজো,
এখনি সব সারা,
তোমার এ কি খেলার ধারা ?
সবার প্রাণ সুধায় ভ'রে
মুকুলেতে প'ড়্‌লে ঝ'রে,
মায়ের কোলে শুয়ে তুমি
মুদ্‌লে আঁখি-তারা,—
তোমার এ কি খেলার ধারা ?

দেখ্‌ছ না কি সুদূর থেকে
আজি তোমার তরে
মায়ের নয়ন হু'টি ঝরে।
আঁখির আলো হারিয়ে শোকে
অশ্রু ফোটে শুষ্ক চোখে,
অতীত দিনের মধুর স্মৃতি
হৃদয় তাঁ'র ভরে,—
মায়ের নয়ন হু'টি ঝরে।

# বাঙলার মেয়ে

বাঙালীর মেয়ে জ'ন্মেছি এই বাঙলা মায়ের কোলে
শ্যামা জননীর শ্যামল আঁচল নিয়ত যেথায় দোলে।
ললাট-লিখন ভাগ্য-দেবতা লেখে নি যতন ক'রে,
শিশুকাল হ'তে তাইত' আজিও দুঃখ ছাড়ে না মোরে।
শৈশবে আমি হারায়েছি বাপে, বঞ্চিত তাঁ'র স্নেহে,
মা'র অযতনে কেটেছে দিবস কোলাহল ভরা গেহে।
পড়সীরা সবে ব'লেছে "অপয়া", সে ব্যথা গিয়েছি স'য়ে,
আজ দেখি চেয়ে তা'দের কথাই ফ'লেছে সত্য হ'য়ে।

নব বিবাহের রঙিন নেশার কাটে নি মধুর ঘোর,
দু'জনার মাঝে শিথিল তখনো হয় নি প্রেমের ডোর।
নয়ন-সমুখে স্বপন সতত করিত গো ঝলমল,
অসহ পুলকে দেহ মন মোর হ'য়েছিল বিহ্বল।
কোথা দিয়ে যেত দিবস কাটিয়া, কখন আসিত রাতি
কিছুরি খেয়াল ছিল না আমার পাইয়া তরুণ সাথী।
জীবনের সেই শ্রেষ্ঠ সময় তাইত' যাই নি ভুলি',
বিষণ্ন মনে অমৃত যোগায় স্মরিলে সে দিনগুলি।

ভাগ্য-লিপির সব লেখা মোর ক্রমে হ'য়ে এল বাঁকা,
নিঠুর সত্য পাইল প্রকাশ, রহিল না আর ঢাকা।
ভেবেছিনু প্রেম অক্ষয় হ'য়ে থাকে বুঝি বুকে লীন
আকাশ যেমন ধরণীর পানে চেয়ে রয় চিরদিন।
মধুর স্বপন ভেঙে গেল মোর কঠিন আঘাত পেয়ে,
ফিরায়েছে মুখ তরুণের প্রেম সহসা দেখিনু চেয়ে।
উপাধান মোর ভিজায়েছি রাতে আকুল অশ্রুজলে,
"পুরুষ পাষাণ" এই কথা শুধু জেগেছে চিত্ততলে।

যা'র বাড়া নাই রমণীর দুখ সে ব্যথা স'য়েছি আমি,
আমার তবুও বলিতে যে বাধে তাহারে "আমার স্বামী"।
ধাপে ধাপে তা'র পতন হইতে দেখেছি এ-দু'টি চোখে,
শিহরি' উঠেছি নিন্দা যখন ক'রেছে সকল লোকে।
কাছে ছিল তবু পাই নাই পাশে, এ-ব্যথা বলিব কা'য় ?
অনাদর দেখে দিন গেছে মোর অভিমানে যাতনায়।
তবুও তখন পারি নি বুঝিতে এ-দুখ কিছুই নয়,
ভাবী কাল-বুকে অসীম বেদনা রহিয়াছে সঞ্চয়।

চমকি' উঠিনু শুনিনু যেদিন হ'য়েছে শয্যাগত,
যক্ষ্মা নাকি গো বক্ষের মাঝে ক'রেছে গভীর ক্ষত।
যক্ষ্মা ! যাহার শুনিলেই নাম শিহর লাগে গো দেহে,
সেই রোগ মোর এল এত কাছে আমারি আপন গেহে !
যে-স্বামী আমারে ছিল গো ভুলিয়া, দুঃখ দিয়েছে মোরে,
তাহারি লাগিয়া করুণায় স্নেহে হৃদয় উঠিল ভ'রে।
সব অভিমান দূরেতে সরায়ে বসিনু তাহার পাশে,
সেবায় তাহার জীবন-প্রদীপ যদি গো আবার হাসে।

মৃত্যুর ছায়া হেরি চারিদিকে, কেঁপে কেঁপে ওঠে প্রাণ,
দু'টি হাত দিয়ে জড়াইয়া থাকি ক্ষীণ এই দেহখান।
জানি আমি তবু একদিন, হায়, ছাড়াইয়া বাহু ডোর
অজানা লোকের সন্ধানে যাবে মুক্ত পরাণ ওর।
কাতর মিনতি ফোটে দুই চোখে কভু বা দেখিতে পাই,
বুঝি মনে মনে নীরব ভাষায় ক্ষমা চায় মোর ঠাঁই।
বক্ষ আমার ফেটে যেতে চায়, অশ্রু বাধা না মানে,
কেমনে বোঝাই সে ছাড়া আমার হৃদয় কিছু না জানে।

যৌবনে কত জেগেছিল সাধ, কত না মোহন আশা,
সে সকল কবে গিয়েছে মিলায়ে, পায় নি তাহারা ভাষা
ফলে ফুলে ভরা উজল ধরায় ছিল যা'র হাসি মুখ
চিরকাল তরে বিদায় লইতে আজিকে সে উৎসুক।
নিদহারা রাতে ভেবেছি কত যে ভাসিয়া আঁখির নীরে,
হয়ত' কখনো হারাণো মাণিক পাইব বক্ষে ফিরে।
পেয়েছি ফিরিয়া, তবুও হৃদয়ে হরষ কিছু না জাগে,
করুণ নয়নে চাহিয়া ও যে গো এখনি বিদায় মাগে।

# মিনতি

## গান

আজি সব ভোলো, ভোলো,
নিমীল নয়ন-পাতা
ক্ষণেকের তরে খোলো।

অবগুণ্ঠনখানি
মন হ'তে ফেলো টানি',
মরমের কথা তব
কানে কানে আজি বলো।

যত কথা আছে মনে
আভাস ফুটুক্ তা'র
ওই ছু'টি আঁখি কোণে

নয়নের জলে মিশি'
গেছে কেটে কত নিশি,
আঁধার জীবন মম
আলো দিয়ে ভ'রে তোলো।